

Made by  
Animesh Ghosh, CEO, Fuck My Life Inc.  
All rights reserved.

## দূরশিক্ষায় স্বনির্ভরসেবার ভূমিকা

বর্তমান তথ্যপ্রযুক্তির যুগে শিক্ষা গ্রহণের ধারা অনেকটাই বদলে গেছে। আগে যেখানে শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষে উপস্থিত থেকে শিক্ষালাভ করতে হতো, আজ তা আর বাধ্যতামূলক নয়। ইন্টারনেট ও আধুনিক যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রসারে শিক্ষাগ্রহণ এখন অনেক সহজ, নমনীয় এবং ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে উঠেছে। এই পরিবর্তনের অন্যতম ফল হলো "দূরশিক্ষা" বা "Distance Education"। আর এই দূরশিক্ষাকে কার্যকরী, সমন্বিত ও শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে "স্বনির্ভরসেবা" বা Self-Service System।

## স্বনির্ভরসেবার ধারণা

স্বনির্ভরসেবা বলতে বোঝায় এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে একজন শিক্ষার্থী নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী সেবা গ্রহণ করতে পারে, কোনো তৃতীয় পক্ষের সরাসরি সাহায্য ছাড়াই। এটি হতে পারে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে অনলাইন কোর্স রেজিস্ট্রেশন, ক্লাস ম্যাটেরিয়াল ডাউনলোড, পরীক্ষার ফলাফল দেখা, প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশগ্রহণ, বা এমনকি নিজস্ব গতিতে শিক্ষা গ্রহণের সুবিধা।

## দূরশিক্ষায় স্বনির্ভরসেবার প্রভাব

দূরশিক্ষার মূল বৈশিষ্ট্যই হলো সময় ও স্থান নিরপেক্ষতা। একজন শিক্ষার্থী বিশ্বের যেকোনো প্রান্তে বসে, নিজের সময় ও ছন্দ অনুযায়ী শিক্ষা লাভ করতে পারে। কিন্তু এই প্রক্রিয়াকে কার্যকর করতে প্রয়োজন হয় এমন একটি ব্যবস্থা, যেখানে শিক্ষার্থী তার প্রয়োজনীয় সবকিছু নিজেরাই পরিচালনা করতে পারে। এখানে স্বনির্ভরসেবার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

### ১. শিক্ষার্থীর স্বাধীনতা ও নিয়ন্ত্রণ

স্বনির্ভরসেবা শিক্ষার্থীকে তার শেখার প্রক্রিয়ার উপর নিয়ন্ত্রণ দেয়। সে নিজেই ঠিক করতে পারে কখন কোন বিষয় পড়বে, কিভাবে পড়বে এবং কীভাবে নিজেকে মূল্যায়ন করবে। এতে করে শিক্ষার্থীর আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায় এবং নিজে থেকে শেখার আগ্রহ জন্মায়।

### ২. সময় ও অর্থ সাশ্রয়

স্বনির্ভরসেবা ব্যবহারের ফলে শিক্ষার্থীদের বারবার প্রশাসনিক কার্যালয়ে যাওয়া লাগেনা। অনলাইনেই ফি জমা দেওয়া, অ্যাসাইনমেন্ট সাবমিট, রেজাল্ট দেখা—সব কিছু সহজে করা যায়। এতে সময় ও খরচ দুটোই কমে যায়।

### ৩. দ্রুত তথ্য প্রাপ্তি

অনেক সময় শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন তথ্যের প্রয়োজন হয় যেমন—ক্লাস রুটিন, পরীক্ষার সময়সূচি, ফলাফল ইত্যাদি। স্বনির্ভর প্ল্যাটফর্মে এইসব তথ্য সহজেই পাওয়া যায়। ফলে শিক্ষার্থীকে আর কারও উপর নির্ভর করতে হয় না।

### ৪. শিক্ষার মানোন্নয়ন

যখন একজন শিক্ষার্থী নিজের শেখার গতি ও ধরন অনুযায়ী এগোতে পারে, তখন তার শেখার মানও উন্নত হয়। স্বনির্ভর প্ল্যাটফর্মে ভিডিও লেকচার, ই-বুক, কুইজ, ও আলোচনাচক্র—এসবের মাধ্যমে শেখার অভিজ্ঞতা আরও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

## প্রযুক্তি ও স্বনির্ভরসেবা

বর্তমানে বিভিন্ন প্রযুক্তি যেমন Learning Management System (LMS), AI ভিত্তিক টিউটর, মোবাইল অ্যাপ, চ্যাটবট ইত্যাদি দূরশিক্ষায় স্বনির্ভরসেবার উন্নয়নে ব্যবহার হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, Moodle, Google Classroom, Coursera, NPTEL, SWAYAM ইত্যাদি প্ল্যাটফর্মে শিক্ষার্থী নিজেই নিজের অ্যাকাউন্ট খুলে কোর্সে ভর্তি হতে পারে, ক্লাস করতে পারে এবং সার্টিফিকেট পেতে পারে।

### মহামারির প্রেক্ষাপটে গুরুত্ব

COVID-19 মহামারির সময় দেখা গেছে, দূরশিক্ষা ও স্বনির্ভরসেবার গুরুত্ব কতটা বেশি। বিদ্যালয়, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকার সময়েও শিক্ষার্থীরা ঘরে বসেই পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পেরেছে শুধুমাত্র এই সিস্টেমগুলোর উপর ভিত্তি করেই।

### চ্যালেঞ্জ ও সমাধান

যদিও স্বনির্ভরসেবার উপকারিতা অনেক, তবুও এর কিছু চ্যালেঞ্জও রয়েছে। যেমন—

- অনেক শিক্ষার্থী এখনো ডিজিটাল প্রযুক্তিতে অভ্যস্ত নয়।
- গ্রামের শিক্ষার্থীদের ইন্টারনেট সংযোগে সমস্যা হয়।
- স্বনির্ভরসেবা ব্যবহার করতে হলে একটি নির্দিষ্ট প্রযুক্তিগত জ্ঞান থাকা দরকার।

এইসব সমস্যার সমাধানে প্রয়োজন সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ের যৌথ উদ্যোগ, ডিজিটাল অবকাঠামোর উন্নয়ন, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ ইত্যাদি।

### উপসংহার

আজকের দিনে শিক্ষা আর শুধু শ্রেণিকক্ষে সীমাবদ্ধ নয়। প্রযুক্তির সহায়তায় দূরশিক্ষা হয়ে উঠেছে একটি সম্ভাবনাময় বিকল্প। আর এই বিকল্পকে আরও কার্যকরী করে তুলেছে স্বনির্ভরসেবা। শিক্ষার্থীদের স্বনির্ভর করে তোলাই আধুনিক শিক্ষার মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত। তাই ভবিষ্যতের শিক্ষা ব্যবস্থায় স্বনির্ভরসেবার গুরুত্ব ক্রমাগত বাড়বে বলেই আশা করা যায়।